জীবন সংগ্রামময় এ সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সেই সংগ্রামের ভেতর দিয়েই মানুষ গড়ে তোলে নিজের স্বপ্ন, আশা ও ভালোবাসার গল্প। "শেষ সময়ে সেই তুমি" উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন এক সাধারণ যুবকের জীবনের রঙিন অথচ কষ্টে ভরা দিনগুলো। কায়েসের শৈশব, যৌবনের উচ্ছ্বাস, পারিবারিক টানা-পোড়েন, প্রেম ও স্বপ্নের টানাপোড়েন- সবকিছু মিলেই এই উপন্যাস এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। এখানে যেমন আছে বাস্তব জীবনের দারিদ্র্য ও লড়াই, তেমনি আছে হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা ভালোবাসার অঙ্গীকার। পাঠক কায়েসের দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করবেন মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাই জীবনের প্রকৃত রঙধনু। লেখকের সৎ ও সহজ-সরল বর্ণনা ছোট উপন্যাসটিকে করে তুলেছে আরও হৃদয়গ্রাহী। আমরা বিশ্বাস করি, এই বই পাঠকের মনে নাড়া দেবে এবং জীবনের গভীর সত্য উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে।

NASIM
Cover Design

শেষ সময়ে সেই তুমি

কাউসার আহমেদ

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

ISBN: 978-984-29034-8-9

শেষ সময়ে সেই তুমি
কাউসার আহমেদ
নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উ ৎ স র্গ

বইটির উৎসর্গ করছি

আমার মরহুমা মাতা- মোছাঃ রুমা আক্তারের এর নামে।

ভূ|মি|কা

মানুষের জীবন এক অনন্ত যাত্রা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি অভিজ্ঞতা আমাদের গড়ে তোলে, ভেঙে দেয় আবার নতুন করে দাঁড় করায়। জীবনের এই দীর্ঘ পথে একদিকে যেমন থাকে হাসি, আনন্দ, প্রেম ও স্বপ্নের রঙিন ক্যানভাস, অন্যদিকে তেমনি এসে ভিড় করে দুঃখ, বেদনা, অভাব আর হারানোর কষ্ট। তাই জীবনের আসল নাম সংগ্রাম।

এই উপন্যাসে আমরা খুঁজে পাই কায়েস নামের এক তরুণের কাহিনি। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া কায়েস ছোটবেলা থেকেই কষ্টের সাথে লড়াই করেছে। মায়ের হাতের আঁচলে লুকানো কষ্টের ভাত, বাবার উদাসীনতা, আর্থিক টানাপোড়েন সব মিলিয়েই তার বেড়ে ওঠা। কিন্তু এই অভাবের ভেতরও সে খুঁজে পেয়েছে জীবনের অন্যরকম স্বাদ- প্রেমের মায়া, যৌবনের চঞ্চলতা আর কবি-সাহিত্যিক হৃদয়ের গভীর আবেগ।

কায়েসের জীবন আসলে প্রতিটি তরুণের প্রতিচ্ছবি। একদিকে দায়িত্ব, পরিবার, সমাজের চোখরাঙানি; অন্যদিকে হৃদয়ের গভীরে জমে থাকা প্রেম আর স্বপ্ন। তার মনে আঁখির স্মৃতি দোলা দেয়- শৈশবের সোনালী দিনে বেড়ে ওঠা এক নিষ্পাপ ভালোবাসা, যা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় বেদনাদায়ক। আবার শিক্ষকের দায়িত্বে থেকে সাদিয়ার নিষ্পাপ টান, অথবা কলেজ জীবনের সুমি নামের মেয়েটির প্রতি টান- সব মিলিয়ে কায়েসের হৃদয় যেন এক রঙিন অথচ দ্বিধাগ্রস্ত প্রান্তর।

"শেষ সময়ে সেই তুমি" কেবল একটি প্রেমের গল্প নয়। এটি আসলে জীবনের বহুরঙা আবেগের উপাখ্যান। এখানে আছে সমাজের বাস্তব চিত্র-

দারিদ্র্যের কষাঘাত, পারিবারিক টানাপোড়েন, সামাজিক বন্ধন, আর ভালোবাসার নিষিদ্ধতা। আছে সময়ের নির্মম সত্য- যেখানে কাউকে ভালোবাসা মানেই তাকে পাওয়া নয়। জীবনের শেষ সময়ে এসে মানুষের হৃদয় আসলে যাকে সবচেয়ে বেশি চায়, যাকে খুঁজে ফেরে- সে-ই হয়ে ওঠে "সেই তুমি"।

লেখক এই উপন্যাসে জীবনের সাধারণ অথচ গভীর সত্যগুলো তুলে ধরেছেন এক সহজ-সরল বর্ণনায়। এখানে পাঠক যেমন খুঁজে পাবেন যৌবনের টগবগে স্বপ্ন, তেমনি খুঁজে পাবেন হারানোর শোক, অপুর্ণতার যন্ত্রণা এবং ভালোবাসার টানাপোড়েন। প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে পাঠকের চোখে, প্রতিটি সংলাপ যেন আমাদের আশেপাশের মানুষেরই কথা।

এই উপন্যাস আমাদের মনে করিয়ে দেয়- জীবন যতই জটিল হোক না কেন, প্রেমের আবেগ, মায়ার বাঁধন আর হৃদয়ের টানই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। শেষ সময়ে এসে মানুষ আসলে যাকে স্মরণ করে, যাকে খুঁজে পেতে চায়- সে-ই হয়ে ওঠে জীবনের চূড়ান্ত প্রতীক।

তরুণ-তরুণীর হৃদয় থেকে শুরু করে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো মানুষ- সবাই এই ছোট উপন্যাসে খুঁজে পাবেন নিজেদের কোনো না কোনো ছায়া। এ শুধু একটি গল্প নয়; এটি আসলে সময়ের দলিল, জীবনের আয়না।

এইভাবেই "শেষ সময়ে সেই তুমি" হয়ে উঠেছে সংগ্রাম, প্রেম আর জীবনের রঙিন অথচ বেদনাময় এক প্রতিচ্ছবি।

জীবনটা অনেক সংগ্রামের। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। মানুষ হাজার চেষ্টা করেও ফেলে আসা সময় থামাতে পারে না। যৌবনে ঘটে নানা বিচিত্র সময়। এটাকে আমি রংধনুও বলে থাকি। রংধনুর যেমন অনেক রং থাকে, তেমনি উপরের আকাশটাও বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হয়। মানুষের জীবনে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ থাকবেই, এগুলো নিয়েই তো মানুষের জীবন। আসলে কে যে কার আসল সঙ্গী তা জীবনের ধরতে গেলে যৌবনের শেষ সময় বুঝা যায়। কিন্তু এর আগে ঘটে বিভিন্ন রঙিন ঘটনা কারণ তখন তো যৌবনের চঞ্চল সময়। এমনই অনেক ঘটনা ঘটে কায়েসের জীবনে।

কায়েস এক টকবগে যুবক। সদ্য অনার্সে পড়ুয়া এক শিক্ষার্থী। কিন্তু ভারী লাজুক। কায়েসের পরিবারে আছে শুধু তার মা ও বাবা। আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় পড়াশুনার পাশাপাশি সে বে-সরকারি স্কুলে চাকরিও করে। আকাশটা সেদিন খুব স্বচ্ছ ছিল, মেঘ বিন্দুমাত্র ছিল না। কায়েসের মা ও বাবা ধার্মিক লোক। এমনই এক সুন্দর সকালে কায়েসের ঘুম ভাঙে তার মায়ের ডাকে।

- মা ডাকছে, কায়েস, ও কায়েস-বাবা ওঠ; এতো বেলা করে কেউ ঘুমায় না, ফজরের নামাজ পড়ো। কায়েস আধো আধো চোখ মেলে বলল-

‘ ‘আচ্ছা মা ওঠছি’’। কায়েস ওঠে নামাজ পড়ে কোরআন পড়তে বসল। কোরআন পড়া শেষ করে সে একটু নদীর তীরে হাঁটতে গেল। নদীর পানিতে সে সূর্য ওঠার দৃশ্য দেখে। আর তার মনে অতীত বিভিন্ন স্মৃতি জেগে ওঠে। ভাবে তারা খুব গরীব। টাকাই জীবনের সবকিছু। টাকা না থাকলে পরিবারের লোকও মূল্যায়ন করে না।

কিন্তু, এজন্য আমি অসৎ পন্থা অবলম্বন করি না। তার মনে পড়ে ‘‘সবাই একসাথে বসবাস করতাম তখনকার কথা।

কায়েসের কাকা মাহমুদ ঢাকা থেকে এসে কায়েসের কাকির কাছে ডালিম দিল। কায়েস এটা দেখল।

কায়েস তার মাকে বলল- “মা, মা, কাকা কি এনেছে ভিতরে লাল দানা” তখন মা বললেন- এটা ডালিম।

আমি বললাম- “মা, খাব।

মা বললেন- এটা খাবে না, কারণ-ওটা আমাদের জন্য না, তোমার বাবা ভালো চাকরি করুক, পরে খাবে।

কোনো কোনো সময় ভাতের সাথে ভালো তরকারিও পেতাম না খাওয়ার জন্য। অনেক সময় আমি পথে-ঘাটে কচুশাক বা এলেংসা শাক কুড়িয়ে আনতাম, মা এগুলোই লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে দিত; খেতাম। বাবা তখন ভালো কামাই করত না অথবা কামাই-রোজগার কথা তেমন ভাবত না। অনেক কষ্টের ভিতর দিন কাটতে লাগল। আমি আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলাম। মা বিভিন্ন জনের বাড়িতে কাজ করে যা খাবার পেত শাড়ির আঁচলের নিচে করে নিয়ে আসত। এক মা ফ্যাক্টরিতেও কাজ করত, যা কখনো ভাবতেও পারতাম না। তবুও মা খুব ধার্মিক ছিলেন।

মা বলত, “তোর বাবা আগে এত ধার্মিক ছিল না। অনেক কষ্ট হয়েছে এই পথে আনতে।

এখন আমি বড় হয়েছি। এখন আমাদেরও তেমন কোনো অভাব নেই। মা’কে এখন আর অন্যের বাড়িতে কাজ করতে দেই না। মা এখন আমার আর বাবার খেয়াল রাখে, সুখে শান্তিতে বাস করছি। এটা তো আমার অতীত ছেলে-বেলা। তখনের জীবনই ছিল অন্যরকম কিন্তু বাস্তব।

- তখনই বাবা ডাক দিলেন- “কায়েস, কায়েস।

- ওহ্ কে? বাবা।

- এখানে এতক্ষণ ধরে বসে কী ভাবছিস্।

- নাহ্ কিছু না।

- তোর স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, সেদিকে কি খেয়াল আছে? এতক্ষণে সে সম্বিত ফিরে পেল।

- বলল, ওহ্! আচ্ছা আসছি।

- কায়েস মৃদু হেসে ওঠে দাঁড়াল। এখন সে টগবগে যুবক। অতীতকে ভুলে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যৌবকে কাজে লাগাতে হবে। সে বাড়িতে আসল, এসে দেখল তার মামাও এসেছে। সে কোনোমতে

কুশলাদি বিনিময় করে নিজের ঘরে চলে গেল খাবার খাওয়ার জন্য। কায়েস একটু একা থাকতে পছন্দ করে। চারপাশের মানুষগুলো কেমন যেন নির্জিব হয়ে গেছে, সাবাই কৃত্রিম। নিজের স্বার্থ চিন্তায় সবাই ব্যাস্ত। মন কারও নেই; সবই লোক দেখানো। এসব ভাবতে ভাবতে সে আবার আনমনা হয়ে গেল। মামার হাসির শব্দে তার গোর কাটল। মামা বরাবরই উচ্চ শব্দে হাসে আর কথা বলে।

- মা বলল, দাদা ভাই, এখন নামাজটা পড়, কয়দিন আর বাঁচবে বল? হু হু করে আবার হেসে ওঠল মামা আর বলল ঠিক হে! ঠিক হে! পড়ব পড়ব। দাড়ি চুল পেকে গেছে বলে আবর হু হু করে হেসে উঠল মামা।

- মা বলল, দাদা ভাই-তোমার উচ্চ শব্দে কথা বলা আর হাসিটা এখনো যায়নি।

না'রে রুমা না-এজন্যই'তো মোমেনার মা আমাকে প্রায়ই বকাবকি করে। মোমেনা আমার উচ্চ শব্দে কথা বলায় ভয় পায়। মোমেনা তো আমার কাছে বেশি আসে না। একথা বলে আবার হু হু করে হেসে ওঠল মামা। মামার উচ্চ শব্দে কায়েসের বিরক্ত লাগছে।

- মা ডাকছে, কায়েস, কায়েস আয় তো বাবা আয়। তুই এমন হয়ে গেছস্ ক্যান রে বাবা! কথা-বার্তা বেশি বলিস না।

- মামা বললেন, হয়েই তো এরকম বয়সে এমন হয়েই থাকে। এ কথা বলে আবার হেসে উঠার সময়ই কায়েস গম্ভির চোখে মামার দিকে চেয়ে উঠাই মামার হাসি বন্ধ হয়ে যায়।

- মামা বললেন, তা বাবা তুমি আর কতদিন বে-সরকারি স্কুলের চাকরি করবে বল, তোমার তো সরকারি চাকরি খুঁজতে হবে না কি?

- কায়েস বলল, তা সময় হলে দেখা যাবে। এখন যা বেতন ভাতা পাচ্ছি তা তো আমাদের তিন জনের দিব্যি চলে যাচ্ছে; বেশির দরকার কি?

- মামা বলল, তা তিন জনেই থাকবে বেশি হয়ে যাবে যে-বলে আবার হেসে উঠল তার মামা।

- কায়েস বলল, আচ্ছা এই কথা এখন থাক। কায়েস মা ও মামার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে দিকে রওনা হল। স্কুলের পথে যেতে যেতে দেখা হল সাদিয়ার সাথে। সাদিয়া তারই স্কুলের ছাত্রী।

- স্যারকে দেখে বলল, "আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন?

- কায়েস বলল, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন?

- সাদিয়া বলল, "ভালো স্যার"। স্যার আপনি খেয়ে এসেছেন?

- হ্যাঁ বলে উত্তর দিল কায়েস।

- দুপুরের খাবার খেয়ে কোথায় যাবেন? জিজ্ঞেস করল সাদিয়া।

- কায়েস, দেখি বাড়িতেই যাব।

- সাদিয়া বলল, আজ যাবেন না।

- কেন? কায়েস বলল।

- সাদিয়া বলল, আজকে আমি আপনার প্রিয় খাবার নিয়ে এসেছি।

- তাই নাকি? বলল কায়েস। তুমি কি করে জানলে যে আমার প্রিয় খাবার কোনটি? সে আবার জিজ্ঞেস করল।

- সাদিয়া বলল, এজন্যই তো আমি আপনার প্রিয় ছাত্রী। আপনার সমস্ত কথা আমার কাছে অমৃতের মতে লাগে। একদিন আপনি বলছিলেন আপনার প্রিয় খাবারের কথা ক্লাসে; সেখান থেকে আমি জেনেছি।

- ওহ্ আচ্ছা ভালো; শুধু এই কথা বলল কায়েস।

- সাদিয়া বলল, "স্যার আপনাকে আমার কেন জানি ভালো লাগে?

- কায়েস বলল কেন?

- তা জানি না বলল সাদিয়া। সাদিয়া আরো বলল আপনার চোখ দু-টোকে আমার খুব ভালো লাগে যেন মায়া ছড়িয়ে আছে দু'টি সেই চোখে। কায়েস লজ্জায়, তা চোখকেই কেন ভালো লাগে?

- সাদিয়া বলল, কারণ আপনি একজন কবি। কায়েস ও সাদিয়া আলাপ করতে করতে স্কুলে পৌছে গেল। কায়েস অফিস রুমে গেল আর সাদিয়া ক্লাস রুমে। কে বা কেউ জানত না, তাঁদের মধ্যে কি চলছে? কায়েসের মন উথাল-পাতাল করতে লাগল। কিন্তু কায়েসের ছাত্রী ছাড়া তাকে কিছু ভাবতে পারছে না।

কায়েস ভাবছে; আমার প্রতি সাদিয়ার কিসের এত টান? এসব ভাবতে ভাবতে ঘন্টা পড়ল। সে ক্লাসে ঢুকল। কায়েস গণিতের শিক্ষক। সে বরাবই ভালো শিক্ষক। সে ক্লাস শেষ করল। মাঝখানে কিছুক্ষণ বিরতি আছে। সে অফিস রুমে বসল আর চিন্তা করতে লাগলো,

"সাদিয়া কি তাকে সত্যিই ভালোবাসে? সে কি শিক্ষকের ভালোবাসায় মজেছে? কিন্তু, না-এসব সে কি ভাবছে? তা কী করে হয়? অনেক প্রশ্ন তার

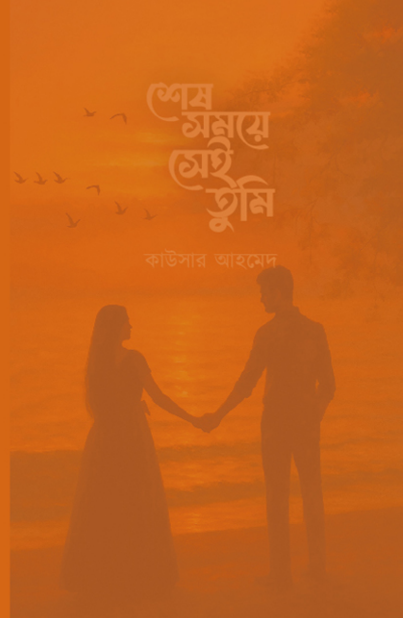

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

Website: www.ichchashakti.com